দৈনিক ইনকিলাব

০৩ JUN 2007 পৃষ্ঠা ১২

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ও বুয়েট
ভর্তি কোচিংয়ের নামে প্রতারণা

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

সরকারের কোন নিয়মনীতি না থাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠেছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েট ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলো। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছলচাতুরী ও প্রতারণা করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। রীতিমত আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন কোচিং মালিকরা। বিসিএসসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভুয়া প্রশ্ন বিক্রি ও অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করে লাখ লাখ টাকা কামানোর অভিযোগ আছে এসব কোচিংয়ের বিরুদ্ধে। শিক্ষাদান নয় অধিকাংশ মালিকের মনোভাবই ব্যবসায়ী। কোচিং সেন্টারে শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা, পরিবেশ- সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রণে সরকারী একটি নীতিমালা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। এ কোচিং সেন্টারগুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর দিন থেকেই মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নামে এ প্রতারণা করছে। দেখা গেছে, অন্যান্য বছর পোস্টার, রঙ-বেরঙের ব্যানার নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক ও অলিগলি ছেয়ে যেত। কিন্তু এ বছর সিটি করপোরেশনের বাধানিষেধ থাকায় ব্যানার পোস্টারের সংখ্যা কম থাকলেও এবার তারা পৃঃ১৮-কঃ৪

ভর্তি কোচিংয়ের নামে প্রতারণা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়েছে অন্য কৌশল। পরীক্ষার হলগেটে কোচিংয়ের প্রতিনিধিরা শিক্ষার্থী সংগ্রহের জন্য আকর্ষণীয় রঙ-বেরঙের প্রসপেক্টাস, রজনীগন্ধার স্টিক, সিডি, ব্যাগ, ফাইল, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি উপহার দিয়ে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও পত্রিকা, টিভির চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ফেলে ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টারে ভর্তির জন্য এক ধরনের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে। আর এ সুযোগে কোচিং মালিকরা হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা খরচ করছে লাখ লাখ টাকা। কোচিং সেন্টারগুলোর মধ্যে কে কত আকর্ষণীয় ও বড় বিজ্ঞাপন দিতে পারে এ নিয়ে চলে রীতিমত প্রতিযোগিতা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিটি কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ১ম বা ২য় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীর ছবি ছাপানো রেওয়াজ হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক কোচিং সেন্টার মালিকরা দাবী করছেন এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদের কোচিং সেন্টারে কোচিং করার কারণেই ভাল রেজাল্ট করছে। একটি নামী কোচিং সেন্টারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন কৌশলে এসব ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ছবি ও সুপারিশ ছাপানোর অনুমতি নেয়া হয়। এ সময় ফাইভ স্টার হোটেলে তার পুরো পরিবারকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে বিমান টিকিট, কম্পিউটারসহ অন্যান্য দামী দামী গিফট দিয়ে এসব মেধাবী ছাত্রদের রাজি করানো হয়। এছাড়া দেশের নামী দামী কলেজের স্বনামধন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ম্যানেজ করে তাদের সুপারিশ ছাপানোর অনুমতি নেয়া হয়। পরে ছাত্রকে ফাইভ স্টার হোটেলের কম্পিউটার প্রদানের ছবি ফলাও করে প্রসপেক্টাসে ছাপা হয়। ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যেই এ ধরনের সূক্ষ্ম প্রতারণা করছে কোচিং মালিকরা।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে কোচিং সেন্টার থাকলেও ফার্মগেট এলাকাটি কোচিং জোন হিসেবে পরিচিত। শুধু যোগাযোগ সুবিধা ও ঢাকার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টারের প্রধান শাখা রয়েছে এখানে বা এখান থেকেই তাদের যাত্রা শুরু। এসব কোচিং সেন্টার প্রাথমিক অবস্থায় ২/৩টি খুপড়ি রুম ভাড়া নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে এসব কোচিং সেন্টারের ঢাকাসহ সারাদেশে ১৫/২০টি করে শাখা রয়েছে। তবে কয়েকটি কোচিং সেন্টারের আবার ৬০ থেকে ৭০টি পর্যন্ত শাখা রয়েছে। পুরাতন অধিকাংশ কোচিং সেন্টার মালিকরা এভাবে অর্থ আয় করে এখন গুলশান বারিধারার মত জায়গায় ২/৩টি বাড়ীর মালিক হয়েছেন। কয়েকটি কোচিং সেন্টারের মালিক বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরও মালিক বনে গেছেন। হয়েছেন মাসিক পত্রিকা ও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। এক কথায় কোচিং সেন্টারের মালিকরা ছাত্রছাত্রী পড়ানোর নাম করে অর্থ আয় করে রাতারাতি জিরো থেকে হিরো হয়েছেন। নগরীর অধিকাংশ কোচিং সেন্টারই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং দেয়। আবার অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেল ও বিবিএ'র কোচিং একই সাথে পরিচালনা করে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক, খ, গ ও ঘ ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা কোচিং দেয়া হয়। আর প্রতিটি ইউনিটের জন্য প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে নেয়া হয় ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা। মেডিকেল ও বুয়েট ভর্তি কোচিংয়ের জন্য ফি নেয়া হয় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এসব কোচিং সেন্টারের প্রতিটি শাখায় ৫ থেকে ৭টি করে ব্যাচ হয়। প্রতিটি ব্যাচে ৪০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে। অতএব, প্রতিটি শাখা থেকে তাদের আয় হয় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা। যেসব কোচিংয়ের ২০টি শাখা আছে তাদের প্রতিবছর আয় ৪ থেকে ৫ কোটি আর ৬০ থেকে ৭০টি শাখার মালিকরা আয় করেন ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা।

আর ভর্তির সময়েই শিক্ষার্থীদের পুরো টাকা পরিশোধ করতে হয়। কোন অবস্থাতেই এ ভর্তির টাকা ফেরত দেয়া হয় না। ভর্তি হওয়ার পর ভর্তি বাতিল করা যায় না। অর্থাৎ কোচিং নামের এ ফাঁদে একবার পা দিলে আর ফিরে আসা যায় না। অধিকাংশ কোচিং সেন্টারে ক্লাসরুমে গাদাগাদি করে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশী থাকায় কোন বিষয় বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেয়ার সুযোগ থাকে না। এ ব্যাপারে বিগত বছরে কোচিং করেছে এমন কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রের সাথে আলাপকালে জানা যায়, কোচিং সেন্টারগুলোতে যারা ক্লাস নেন তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বর্ষের ছাত্র হওয়ায় তারা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মত পড়াতে পারেন না। তাই কোচিং সেন্টার থেকে ছাত্রছাত্রীদের খুব সামান্যই লাভ হয়। রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত একটি বিসিএস কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে আসা এক ছাত্রী জানায়, পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন সরবরাহ করা হবে বলে কোচিং কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্বাস দেয়। আর এ ধরনের অভিযোগ এখন প্রায়ই শোনা যায়।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভুয়া ভর্তি, ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে যারা টাকা রোজগার করছে তাদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তি দেয়া দরকার এবং ওইসব শিক্ষকের নাম প্রকাশ করা ও তারা আর কোথাও যাতে চাকরি করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার। সুষ্ঠু সাথে এবং যথাশিগগির কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বোর্ড বা কমিটি থাকা দরকার, যারা কোচিং সেন্টারের মান সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা তৈরী করে সে অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবে এবং সর্বদা পরিবীক্ষণ করবে।